الآيات والأحاديث المنتخبة في الدعوة والجهاد

দাওয়াহ ও জিহাদ বিষয়ক

নির্বাচিত আয়াত ও হাদীস-৩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

(০১ : জিহাদ (দ্বিতীয় অংশ

কুরআন থেকে

(০১)

প্রতিটি পদক্ষেপে নেকি

ما كانَ لِأَهلِ المَدينَةِ وَمَن حَولَهُم مِنَ الأَعرابِ أَن يَتَخَلَّفوا عَن رَسولِ اللَّهِ وَلا يَرغَبوا بِأَنفُسِهِم عَن نَفسِهِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُم لا يُصيبُهُم ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخمَصَةٌ في سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئونَ مَوطِئًا يَغيظُ الكُفّارَ وَلا يَنالونَ مِن عَدُوٍّ نَيلًا إِلّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أَجرَ المُحسِنينَ.

"মদীনাবাসী ও তাদের আশেপাশের বেদুঈনদের জন্য বৈধ ছিল না যে, তারা আল্লাহর রাসুলের (অনুগামী হওয়া) থেকে পিছিয়ে থাকবে এবং এও বৈধ ছিল না যে, তারা নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করে তাঁর (অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জীবন সম্পর্কে চিন্তামুক্ত হয়ে বসে থাকবে। এটা এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের (অর্থাৎ মুজাহিদদের) যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট দেখা দেয় অথবা তারা কাফেরদের ক্রোধ সঞ্চার করে- এমন যে পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে তারা যে সফলতা অর্জন করে, তাতে তাদের আমলনামায় (এরূপ প্রতিটি কাজের জন্য) অবশ্যই সওয়াব লেখা হয়। নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের কোনো প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" -সুরা তাওবা (৯) : ১২০

ফায়েদাঃ সাহায্যকারী ভূমি হিসেবে প্রস্তুতিমূলক যেসব কাজ আমাদের এ দেশে হচ্ছে তাও যেহেতু জিহাদেরই অংশ, তাই এ উদ্দেশ্যে ভাইদের সফর, দাওরা, হালাকা ইত্যাদিতে দেওয়া সকল মেহনত ও পরিশ্রম অবশ্যই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ। তাই ভাইদের উচিত, ছোট বড় প্রতিটি কাজ এই ইহতিসাব বা সাওয়াবের আশা নিয়ে করা।

হাদীস থেকে

(০২)

মুজাহিদের দোয়া মাকবুল

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ "الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ".

(صحيح ابن حبان، كتاب السير، ذِكْرُ البَيانِ بِأنَّ المُجاهِدِينَ مِن وفْدِ اللَّهِ الَّذِينَ دَعاهُمْ فَأجابُوهُ وسنن ابن ماجه، كتاب المناسك، بابُ فَضْلِ دُعاءِ الحاجِّ)

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর পথের সৈনিক, হাজী ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি তাদের ডেকেছেন, তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। তারা তাঁর কাছে চেয়েছে, তিনি তাদেরকে (কাঙ্ক্ষিত জিনিস) দান করেছেন।" - সহীহ ইবনে হিব্বান : ৪৬১৩, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৮৯৩ , হাদিসের মানঃ হাসান

(০৩)
জাহান্নাম থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبْكِي أَحَدٌ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ حَتَّى يُرَدَّ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا". (سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب فَضْلُ مَن عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى قَدَمِهِ)

"আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করলে জাহান্নামের আগুন তাকে কিছুতেই গ্রাস করবে না; যে পর্যন্ত না দোহনকৃত দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করে। (অর্থাৎ এটি যেমন অসম্ভব তেমনই ওটাও অসম্ভব) এবং আল্লাহর রাস্তার ধুলোবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোনো মুসলিমের নাকের ছিদ্রে কখনোই একত্রিত হবে না।" - সুনানে নাসাঈ : ৩১০৭, হাদিসের মানঃ সহীহ

(০৪)
অতুলনীয় মর্যাদার সোপান

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ: فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". (صحيح مسلم، كتاب الإمارة، بابُ بَيانِ ما أعَدَّهُ اللهُ تَعالى لِلْمُجاهِدِ فِي الجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجاتِ)

"আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। বর্ণনাকারী বলেন, এতে আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অবাক হন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কথাটি আমাকে আবার বলুন। তিনি আবার বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আরেকটি আমল আছে, যার মাধ্যমে জান্নাতে বান্দার মর্যাদা একশত গুণ বৃদ্ধি করা হবে। প্রতি দুটি মর্যাদার মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে আসমান-জমিনের

মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেই আমলটি কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ? বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।" -সহীহ মুসলিম : ১৮৮৪

ফায়েদাঃ হাদিসে উল্লিখিত বিষয়টি তখন হবে যখন জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকে। সবার ওপর জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন না হয়। কিন্তু যখন সবার ওপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় (যেমন বর্তমানে হয়ে গেছে) তখন তো সবাইকেই নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। কোনো ফরয তরক করলে জান্নাতে যাওয়া যে কঠিন হয়ে যাবে তা তো বলাই বাহুল্য।

* * *

০২ : গুরাবা

কুরআন থেকে

(০৫)

মন্দ কাজে বাধাদানকারী মানুষ কম হয়

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ.

"তোমাদের আগে যেসব উম্মত গত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান এমন কিছু লোক কেন হল না, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করত? অবশ্য অল্প কিছু লোক ছিল, যাদেরকে আমি তাদের মধ্যে হতে (শাস্তি থেকে) রক্ষা করেছিলাম। আর জালেমগণ যে ভোগ বিলাসের মধ্যে ছিল, তারই পিছনে তারা পড়ে থাকল। আর তারা তো (আগ থেকেই) অপরাধী ছিল।" - সূরা হুদ (১১) : ১১৬

হাদীস থেকে

(০৬)

গুরাবার জন্য সুসংবাদ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ".
(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بدأ الإسلام غريبًا)

"আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত (বা অসহায়) অবস্থায়। অচিরেই তা আবার শুরুর মতো অপরিচিত (বা অসহায়) হয়ে যাবে। সুতরাং (এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের ওপর টিকে থাকবে ওসব) গুরাবার জন্য সুসংবাদ।" -সহীহ মুসলিম : ১৪৫

ফায়েদাঃ শেষ যমানায় ইসলাম অপরিচিত হয়ে যাওয়ার অর্থ, ইসলামের মূল শিক্ষা অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। সবাই ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সেটিকেই ইসলাম মনে করে বসবে। তখন

নামধারী মুসলিমের সংখ্যা অনেক হবে। কিন্তু প্রকৃত ইসলামের অনুসারী, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের পূর্ণাঙ্গ অনুসারীর সংখ্যা খুবই কম হবে। তখন তারাই হবে গুরাবা।

(০৭)
গুরাবা হবেন বিভিন্ন গোত্র থেকে পৃথক হওয়া কিছু লোক

عن عبد الله بن مسعود، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّ الإسلامَ بدأ غريبًا وسيعودُ غريبًا فطوبى للغُرَباء قالَ قيلَ ومنِ الغرَباءُ؟ قالَ النُّزّاعُ مِنَ القبائلِ". (سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، بابُ بَدَأَ الإسْلَامُ غَرِيبًا)

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত (বা অসহায়) অবস্থায়। অচিরেই তা আবার অপরিচিত (বা অসহায়) হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবার জন্য সুসংবাদ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, গুরাবা কারা? তিনি উত্তর দেন, এমন কিছু লোক যাদেরকে বিভিন্ন গোত্র থেকে তুলে আনা হয়েছে।" -সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৯৮৮, হাদিসের মানঃ সহীহ

(০৮)
অনুসারী কম বিরোধিতাকারী বেশী

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم ونحن عنده: "«طوبى للغرباء»، فقيلِ: مَن الغرباءُ يا رسول الله؟، قال: «أُنَاسٌ صَالِحُونَ، فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ»". (مسند أحمد، أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, গুরাবার জন্য সুসংবাদ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, গুরাবা কারা ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, অসংখ্য খারাপ মানুষের মাঝে সামান্য কিছু ভালো মানুষ। তাদের অনুসারীর চেয়ে বিরোধিতাকারীর সংখ্যা বেশি হবে।" - মুসনাদে আহমাদ : ৬৬৫০, হাদিসের মানঃ সহীহ

* * *

০৩ : ইবতিলা/পরীক্ষা

কুরআন থেকে

(০৯)
জান ও মালের পরীক্ষা

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الَمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছুটা ভয় ভীতি, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করব। (হে নবী, আপনি এ সবের ওপর) সবরকারীদেরকে সুসংবাদ দিন। সুরা বাকারা (০২) ১৫৫

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

"(হে মুমিনগণ!) তোমাদেরকে তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে পরীক্ষা করা হবে এবং আহলে কিতাব ও মুশরিক উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তোমরা অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। তোমরা যদি সবর কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয়ই এটা অতি বড় হিম্মতের কাজ (যা তোমাদেরকে অবলম্বন করতেই হবে)।"
- সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৬

হাদীস থেকে

(১০)

বিপদে গুনাহের ক্ষমা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "مَا يَزَال الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمؤمِنَةِ في نَفْسِهِ وَولَدِهِ ومَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّه تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ". (سنن الترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء)

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিন বান্দা বান্দীর জীবন, ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ওপর (বিভিন্ন ধরনের) পরীক্ষা আসতেই থাকে, (এবং এর ওসিলায় তার গুনাহগুলো মুছে যেতে থাকে) অবশেষে সে এমন ভাবে আল্লাহর সাথে মিলিত হয় যে, তার কোনো গুনাই (অবশিষ্ট) থাকে না।" -জামে তিরমিযী : ২৩৯৯ , হাদিসের মানঃ সহীহ

(১১)

দ্বীনদারের বিপদ বেশি

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: قُلْتُ: "يا رَسُولَ اللَّهِ، أيُّ النّاسِ أشَدُّ بَلاءً؟ قالَ: الأنْبِياءُ ثُمَّ الأمْثَلُ فالأمْثَلُ، فَيُبْتَلى الرَّجُلُ عَلى حَسَبِ دِينِهِ، فَإنْ كانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاؤُهُ، وإنْ كانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلى حَسَبِ دِينِهِ، فَما يَبْرَحُ البَلاءُ بِالعَبْدِ حَتّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلى الأرْضِ ما عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ". (سنن الترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في الصبر علي البلاء)

"মুসআব ইবনে সাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন মানুষ সবচে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়? তিনি বলেন, "নবীগণ, এরপর তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিগণ, এরপর তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিগণ। কোনো ব্যক্তিকে তার দ্বীনদারি অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। দ্বীনদারিতে মজবুত হলে পরীক্ষাও কঠিন হয়। দ্বীনদারিতে ঢিলেঢালা হলে পরীক্ষাও তেমনই (হালকা) হয়। এভাবেই বান্দার ওপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমনভাবে (গুনাহমুক্ত করে) ছাড়ে যে, সে জমিনে চলাফেরা করে, তার কোনো গুনাহই (অবশিষ্ট) থাকে না।" -জামে তিরমিযী : ২৩৯৮, হাদিসের মানঃ সহীহ

(১২)

যত ঝুঁকি তত নেকি

عن انس عن النبي صلي الله عليه وسلم، قال:"إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ". (سنن الترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في الصبر علي البلاء)

"আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পরীক্ষা বড় ধরনের হলে প্রতিদানও বড় ধরনের হয়। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে (বিভিন্ন বিপদাপদ দিয়ে) পরীক্ষা করেন। যারা তাতে সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আর যারা অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।- জামে তিরমিযী : ২৩৯৬, হাদিসের মানঃ হাসান

* * *

০৪ : সবর

কুরআন থেকে

(১৩)

সাহায্যপ্রাপ্তির চাবিকাঠি

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

সবরকারীদেরকে তো বেহিসাব পুরস্কার দেওয়া হবে। সূরা যুমার (৩৯) ১০

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

"হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।" - সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

হাদীস থেকে

(১৪)

সবর অনন্য নেয়ামত

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "مَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، ومَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، ومَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وما أُعْطِيَ أحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ". (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة)

"আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (কারো কাছে হাত পাতা থেকে এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে) পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। যে ব্যক্তি (অন্যদের থেকে) অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। যে ব্যক্তি (বিপদাপদে) সবর করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে সবর করার তাওফিক দেবেন। কাউকে সবরের চেয়ে উত্তম ও বড় কোনো নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি। সহী বুখারী ৬৪৭০; সহী মুসলিম ১০৫৩

(১৫)

মুমিনের সকল অবস্থাই কল্যাণকর

عَنْ صُهَيْبٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : "عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، ولَيْسَ ذاكَ لِأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا لَهُ، وإنْ أصابَتْهُ ضَرّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا لَهُ". (صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير)

"সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর। তার প্রতিটি অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। এটি মুমিন ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে হয় না। তার ওপর আনন্দদায়ক কোনো অবস্থা এলে সে শোকর আদায় করে। ফলে ওটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর কষ্টদায়ক কোনো অবস্থা এলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে ওটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। সহী মুসলিম ২৯৯৯

(১৬)

সম্মান লাভের খোদায়ী ওসিলা

عن إِبْرَاهِيم بْن مَهْدِيٍّ السُّلَمِيّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى". (سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب)

"মুহাম্মাদ ইবনে খালেদ রহ. হতে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, তার দাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বান্দার জন্য যখন কোনো মর্যাদার সিদ্ধান্ত হয়; কিন্তু সে তা নিজ আমলের মাধ্যমে অর্জন করতে অক্ষম হয়, তখন আল্লাহ্ তাকে তার দেহ, ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে (বিভিন্ন ধরনের) পরীক্ষায় ফেলেন। এরপর তাকে ওসবের ওপর সবর করারও তাওফিক দেন। আর এভাবেই আল্লাহ তাকে নির্ধারিত মর্যাদার স্তরে পৌঁছে দেন।" -সুনানে আবু দাউদ : ৩০৯০, হাদিসের মানঃ সহীহ

* * *

(১৭)

দোয়া

عن أم سلمة أم المؤمنين قالت : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما مِن مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فيَقولُ ما أمَرَهُ اللَّهُ: {إنَّا لِلَّهِ وإنَّا إلَيْهِ راجِعُونَ} اللَّهُمَّ أْجُرْنِي في مُصِيبَتِي، وأَخْلِفْ لي خَيْرًا مِنْها، إلَّا أخْلَفَ اللَّهُ له خَيْرًا مِنْها، قالَتْ: فَلَمَّا ماتَ أبو سَلَمَةَ، قُلتُ: أيُّ المُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِن أبِي سَلَمَةَ؟ أوَّلُ بَيْتٍ هاجَرَ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ إنِّي قُلْتُها، فأخْلَفَ اللَّهُ لي رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ". (صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة)

"উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো মুসলিমের ওপর মুসিবত আসলে যদি সে আল্লাহর নির্দেশিত বাক্য "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না

ইলাইহি রজিউন” (আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব) বলে এবং এই দোয়া পড়ে-

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

(হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসিবতে সওয়াব দান করুন এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করুন) তাহলে আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করেন।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর যখন আবূ সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইনতিকাল করেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, মুসলমানদের মধ্যে কে আছে যে আবূ সালামাহ্‌র চেয়ে উত্তম? তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি সপরিবারে হিজরত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে গেছেন। এতদসত্ত্বেও আমি এই দোয়া পড়তে থাকলাম। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাকে আবূ সালামার স্থলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো স্বামী দান করেছেন।" - সহীহ মুসলিম : ৯১৮